২০১৯

বাংলা — সাম্মানিক

পঞ্চম পত্র

পূর্ণমান : ১০০

প্রান্তলিখিত সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক।
উত্তর যথাসম্ভব নিজের ভাষায় লেখা বাঞ্ছনীয়।

(উত্তরের শব্দসংখ্যা পাঠক্রম অনুসারে মানা করতে হবে।)

১। (ক) মহাকাব্য বলতে কী বোঝো? গ্রুপদী মহাকাব্যের সঙ্গে সাহিত্যিক মহাকাব্যের পার্থক্যগুলি চিহ্নিত করো। একটি বাংলা সাহিত্যিক মহাকাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ৪+৪+১০

অথবা,

(খ) উদাহরণসহ ***যে-কোনো দুটি*** বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করো। ৯+৯

(অ) আখ্যানকাব্য (আ) পত্রকাব্য (ই) গীতিকাব্য

২। (ক) 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এর 'সোমের প্রতি তারা' পত্রানুযায়ী তারা চরিত্রের স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য বিচার করো। ১২

অথবা,

(খ) 'বীরাঙ্গনা কাব্য'-এর নামকরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মহাকবি মধুসূদনের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়'। — যুক্তিসহ আলোচনা করো। ১২

৩। (ক) 'চির-অভাগিনী আমি। জনক-জননী ত্যজিলা শৈশবে মোরে
না জানি কি পাপে। পরান্নে বাঁচিল প্রাণ— পরের পালনে।'

— উদ্ধৃত অংশের বক্তা কে? কার উদ্দেশে তার এই বক্তব্য? জনক ও জননীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে মন্তব্যটির তাৎপর্য নির্ণয় করো। ১+৩

অথবা,

(খ) 'থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্মের প্রতিফল! দিয়া আশা মোরে,
নিরাশ করিলে আজি;'

— কে কাকে উদ্দেশ্য করে এই উক্তি করেছে? উক্তিটির মধ্যে দিয়ে বক্তার যে মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে সংক্ষেপে তার পরিচয় দাও। ১+৩

৪। (ক) 'সোনার তরী' কাব্যের 'সোনার তরী' কবিতাটি রূপক কবিতা হিসাবে কতখানি তাৎপর্য বহন করে তা যুক্তিসহ বিচার করো। ১২

অথবা,

(খ) 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ কাকে উদ্দেশ করে যাত্রা করেছেন? এই যাত্রার মধ্যে দিয়ে কবির যে রোমান্টিক মানস-চেতনা পরিস্ফুট হয়েছে সংক্ষেপে তার স্বরূপ বিবৃত করো। ১২

৫। (ক) —'প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই

তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা!

দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।'

—উদ্ধৃত অংশটি কোন কবির লেখা কোন কবিতার অংশ? অংশটির মধ্যে কবির যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে সংক্ষেপে তার পরিচয় দাও। $^{১}/_{২}+^{১}/_{২}+৩$

অথবা,

(খ) —'চলিতেছি যতদূর

শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক সুর'...

—উদ্ধৃত অংশের কবি ও কবিতার নাম উল্লেখ করে কবি এখানে যে 'মর্মান্তিক সুর'-এর কথা বলেছেন তার তাৎপর্য বিবৃত করো। $^{১}/_{২}+^{১}/_{২}+৩$

৬। (ক) 'অভিশাপ' কবিতাটি অবলম্বনে কাজী নজরুল ইসলাম-এর প্রেমভাবনার পরিচয় দাও। ১২

অথবা,

(খ) 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতাটির স্বরূপ ও ভাবগত ব্যঞ্জনা বিবৃত করে কবিতাটির স্বাতন্ত্র্য নির্ধারণ করো। ১২

৭। (ক) —'আমি বেদুইন, আমি চেঙ্গিস

আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।'

—উদ্ধৃত অংশে কবি কেন নিজেকে 'বেদুইন' ও 'চেঙ্গিস' বলে অভিহিত করেছেন? উদ্ধৃতাংশটির মধ্যে দিয়ে কবির মানসিকতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে তা সংক্ষেপে লেখো। ২+২

অথবা,

(খ) 'দুঃসহ দাহনে তব হে দর্পী তাপস

অম্লান স্বর্ণেরে মোর করিলে বিরস

অকালে শুকালে মোর রূপরস প্রাণ।'

—উদ্ধৃতাংশটি কোন কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে? কাকে কেন 'দর্পী তাপস' বলা হয়েছে তা বুঝিয়ে দাও। ১+৩

৮। (ক) 'সুচেতনা' কবিতায় 'সুচেতনা' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? কবিতাটি অবলম্বন করে কবির সমাজসচেতন বিবেকী স্বরূপের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ৪+১০

অথবা,

(খ) 'বাবরের প্রার্থনা' কবিতায় কবি শঙ্খ ঘোষ ইতিহাসের আশ্রয় নিয়ে কীভাবে সমকালের জীবনবেদনাকে উন্মোচিত করেছেন তা যুক্তিসহ আলোচনা করো। ১৪

৯। (ক) —'এখন খাদের পাশে রাত্তিরে দাঁড়ালে
চাঁদ ডাকে : আয় আয় আয়
এখন গঙ্গার তীরে ঘুমন্ত দাঁড়ালে
চিতাকাঠ ডাকে : আয় আয়'
—উদ্ধৃত অংশটি কোন কবির কোন কবিতার অংশ? 'চাঁদ' ও 'গঙ্গা'-র রূপকার্থ প্রকাশ করো। ১/২+১/২+৩

অথবা,

(খ) 'রক্তে তার পদধ্বনি জীবনের স্পন্দনে স্পন্দনে
স্বপ্নে তার হৃদয় সদাই শ্রাবণের তালদিঘি
উত্তরাধিকারে তার দীর্ঘ অঙ্গীকার প্রেরণা পৌঁছায়।'
—কোন কবিতার অংশ? উদ্ধৃতাংশটির তাৎপর্য সংক্ষেপে বুঝিয়ে দাও। ১+৩

১০। নিম্নলিখিত অংশদুটির ***যে-কোনো একটি***-র কাব্যশৈলী বিচার করো। ১৬

(ক) এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন — 'যেতে নাহি দিব।' হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।
চলিতেছে এমনি অনাদি কাল হতে।
প্রলয় সমুদ্রবাহী সৃজনের স্রোতে
প্রসারিত ব্যগ্র বাহু জ্বলন্ত-আঁখিতে
'দিব না দিব না যেতে' ডাকিতে ডাকিতে
হু হু করে তীব্র বেগে চলে যায় সবে
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত কলরবে।
সম্মুখ ঊর্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ
'দিব না দিব না যেতে'— নাহি শুনে কেউ

(খ) বেণীমাধব, বেণীমাধব, তোমার বাড়ি যাবো
বেণীমাধব, তুমি কি আর আমার কথা ভাবো
বেণীমাধব, মোহনবাঁশি তমাল তরুমূলে
বাজিয়েছিলে, আমি তখন মালতী ইস্কুলে

ডেস্কে বসে অঙ্ক করি, ছোট্ট ক্লাসঘর
বাইরে দিদিমণির পাশে দিদিমণির বর
আমি তখন নবম শ্রেণী, আমি তখন শ্যাড়ি
আলাপ হলো বেণীমাধব, সুলেখাদের বাড়ি

বেণীমাধব, বেণীমাধব, লেখাপড়ায় ভালো
শহর থেকে বেড়াতে এলে, আমার রঙ কালো
তোমায় দেখে এক দৌড়ে পালিয়ে গেছি ঘরে
বেণীমাধব, আমার বাবা দোকানে কাজ করে
কুঞ্জে অলি গুঞ্জে তবু, ফুটেছে মঞ্জরী
সন্ধেবেলা পড়তে বসে অঙ্ক ভুল করি
আমি তখন নবম শ্রেণী, আমি তখন ষোলো
ব্রীজের ধারে, বেণীমাধব, লুকিয়ে দেখা হলো